**ডিপিএ পাওয়ার জেনারেশন প্ল্যান্ট - উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

পাগলা, নারায়ণগঞ্জ, বৃহস্পতিবার, ৩০ পৌষ ১৪১৭, ১৩ জানুয়ারি ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সংসদ সদস্যগণ,

তিন বাহিনী প্রধানগণ,

উপস্থিত সুধিবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।

তীব্র শীতের মধ্যে প্রকৃতির বাধা উপেক্ষা করে, নদীর পাড়ে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিষ্ঠান ডিজেল প্ল্যান্ট  তত্ত্বাবধানে ডিপিএ পাওয়ার জেনারেশন প্লান্টের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

এ পাওয়ার প্ল্যান্টের উদ্বোধন দেশের বর্তমান বিদ্যুৎ পরিস্থিতিতে কিছুটা হলেও স্বস্তি নিয়ে আসবে।

এই প্রকল্পটি সর্বাধুনিক ও সম্পূর্ণ নতুন যন্ত্রপাতি দ্বারা স্থাপন করা হয়েছে। আমি আশা করি, দক্ষতা ও আন্তরিকতা দিয়ে এই কেন্দ্র থেকে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলে সচেষ্ট থাকবেন।

বর্তমানে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর নিজস্ব বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে আসছে। এর মধ্যে সেনা কল্যাণ সংস্থা, বাংলাদেশ মেশিন টুলস্ ফ্যাক্টরি, রেডিসন হোটেল, বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট, ট্রাস্ট ব্যাংক, বেশ কিছু উঁচু মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য। আমাদের সরকারের সময়েই এগুলো সেনাবাহিনীকে দেওয়া হয়। এছাড়া, খুলনা শিপইয়ার্ড নৌবাহিনীকে দেওয়া হয়।

আমি আশা করি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায় এ প্রতিষ্ঠানটিও সুনামের সঙ্গে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখবে।

সুধিমন্ডলী,

বর্তমান যুগে বিদ্যুৎ ছাড়া কোন উন্নয়ন কাজ সম্ভব নয়। কিন্তু বিগত বিএনপি-জামাত জোটের পাঁচ বছর এবং পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ২ বছর দেশে কোন বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়নি।

জোট সরকারের শাসনামলে বিদ্যুৎ খাত ছিল চরম অবহেলিত। বিদ্যুৎ খাতকে তারা অর্থ লুটপাটের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিল। দুর্নীতির মাধ্যমে আত্মসাত করেছে হাজার হাজার কোটি টাকা।

১৯৯৬ সালে আমরা যখন দায়িত্ব গ্রহণ করি তখন দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১৬০০ মেগাওয়াট। ২০০১ সালে আমরা যখন ক্ষমতা হস্তান্তর করি তখন বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ৪৩০০ মেগাওয়াট এবং আরও ১৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করে এসেছিলাম।

সাত বছর পর সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে দেখি বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা নেমে এসেছে ৩৩০০ মেগাওয়াটে। আর তখন চাহিদা দাঁড়ায় ৬০০০ মেগাওয়াট।

পাশাপাশি প্রতি বছর বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ছে ৮/১০ শতাংশ হারে। যার ফলে বিদ্যুতের আজকের এই পরিস্থিতি। পিপিপি'র মাধ্যমে বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানে এগিয়ে যাচ্ছি।

বিদ্যুৎ খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এই খাতের উন্নয়নে আমরা নানামুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাস নির্ভরতা কমিয়ে এনে বহুমাত্রিক জ্বালানি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হচ্ছে। পারমাণবিক বিদ্যুৎ এবং নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

জরুরি ভিত্তিতে লোডশেডিং কমানোর জন্য রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছি। ইতোমধ্যে ১০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ হয়েছে।

এ পর্যন্ত সরকারি খাতের ১৫টি ও বেসরকারি খাতের ১৮টিসহ মোট ৩৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে ২৯৪১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে চুক্তি হয়েছে। ৩৮৪০ মেগাওয়াট ক্ষমতার আরও ২৪টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে টেন্ডার আহবান করা হয়েছে। ২০১১ সালের মধ্যে ২৩৬১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যোগ হবে।

এছাড়া বিদ্যুৎ স্বাশ্রয়ের জন্য বিদ্যুৎ স্বাশ্রয়ী সিএফএল বাল্ব বিতরণসহ লোড-শেডিং সহনীয় পর্যায়ে রাখারও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এ মুহূর্তে বাংলাদেশ ডিজেল প্লান্টের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণ একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। একইসঙ্গে বিদেশী বিনিয়োগের মাধ্যমে এ ধরণের একটি বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট সফলভাবে স্থাপনের ঘটনা আরও বেশী বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করবে বলে আমি মনে করি। সরকারি সম্পদ আমার আপনার সকলের। আসুন, সকলে মিলে বিদ্যুৎ অপচয় রোধসহ সরকারি সম্পদের সুরক্ষায় একযোগে কাজ করি।

সুধিমন্ডলী,

আমাদের দায়িত্ব গ্রহণের দুই বছর পূর্ণ হয়েছে। এই দুই বছরে আমরা জনগণের ভোগান্তি লাঘবে এবং ‘ভিশন ২০২১' অর্জনে নিরলসভাবে কাজ করেছি। বিশ্বব্যাপী খাদ্য সঙ্কট একটি নির্মম বাস্তবতা।

আমরা দায়িত্ব গ্রহণের প্রথমদিন থেকেই খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। সারের মূল্য তিন দফা কমিয়েছি। সেচে ব্যবহৃত ডিজেল, বিদ্যুতে ভর্তুকি দিয়েছি। চাষী ভাইদের জন্য কৃষি কার্ড চালু করেছি। গত অর্থবছরে ১১ হাজার ১১৭ কোটি টাকার কৃষি ঋণ বিতরণ করেছি। এ বছর ১২ হাজার কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছি। কৃষক ভাইদের ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলার সুযোগ করে দিয়েছি। আমাদের মাথাপিছু আয় ৭৮০ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়াসহ আরও কয়েকটি দেশে খাদ্য উৎপাদন ব্যাপক হারে হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এতে বিশ্বব্যাপী খাদ্যশস্যের সঙ্কট দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ব্যবসায়ীদের অধিক মুনাফা লাভের আকাঙ্ক্ষায় মজুদদারী পরিহার করতে হবে।

দেশের কোথাও এক ইঞ্চি জায়গাও অনাবাদী রাখা যাবে না। সরকারি-বেসরকারি যেসকল অনাবাদী জমি রয়েছে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তা ফসল উৎপাদনে নিয়োজিত করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছি। এ ব্যাপারে সরকার সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করবে। আমরা নতুন বাজার ও রপ্তানিযোগ্য পণ্য খুঁজে বের করছি।

সকলের মতামতের ভিত্তিতে একটি যুগোপযোগী বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হয়েছে। বছরের প্রথম দিনে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বিনামূল্যে ২৩ কোটি ২২ লাখ পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক সমাপনী ও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫২ হাজার সহকারী শিক্ষক ও দুই হাজার প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

৩০টি মডেল মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়েছে। ১০০টি মাদ্রাসায় ভোকেশনাল কোর্স চালু করা হয়েছে। ৩১টি মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে।

সকলের জন্য স্বাস্থসেবা নিশ্চিত করা আমাদের অন্যতম একটি লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা ১৮ হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিক চালু করেছিলাম। বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় এসে সেগুলো বন্ধ করে দেয়।

ইতোমধ্যে আমরা প্রায় ১০ হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম আবার শুরু করেছি। সাড়ে ১৩ হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সাড়ে ৪ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ১৭২২ জন সিনিয়র নার্স ও ৬ হাজার ৩৯১ জন স্বাস্থ্য সহকারি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

সারাদেশে ২২৩টি নতুন অ্যাম্বুলেন্স বিতরণ করা হয়েছে। শিশু মৃত্যু হার হ্রাসে সাফল্যের জন্য জাতিসংঘ আমাদের এমডিজি অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করেছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে আমরা বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক চার লেনে উন্নীত করার কাজ চলছে।

ময়মনসিংহ-জয়দেবপুর মহাসড়কও চার লেনে উন্নীত করার কাজ শুরু হবে। পদ্মা সেতুর মূল নির্মাণ কাজ মার্চ মাসে শুরু হবে ইনশাল্লাহ।

এয়ারপোর্ট থেকে কুতুবখালী পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ শিগগিরই শুরু হবে। ঢাকায় মেট্রো রেল চালুর লক্ষ্যে সমীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে। আবাসন শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশের লক্ষ্যে রিয়েল এস্টেট আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। আমরা রেলওয়ের উন্নয়ন করেছি। নৌপথ ড্রেজিং করে নৌ ব্যবস্থার উন্নয়ন করেছি। আমরা পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। এ লক্ষ্যে নতুন একটি বিমান বন্দর নির্মিত হতে যাচ্ছে।

এ পাওয়ার জেনারেশন প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিকে সর্বোচ্চ ক্ষমতায় বিদ্যুৎ উৎপাদনে নিয়োজিত রাখবেন। আপনাদের জীবন সুন্দর ও কল্যাণময় হোক। মহান আল্লাহতাআলা আমাদের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

.....